প্রথম আলো

তারিখ 7 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শেখ বোরহানুদ্দীন কলেজ

সাবেক আইজিপিসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

আদালত প্রতিবেদক ●

রাজধানীর শেখ বোরহানুদ্দীন কলেজের ১৩ কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগে ওই কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক মো. আশরাফুল হুদাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে ওই কলেজ থেকে কয়েক বছর আগে চাকরিচ্যুত সহকারী অধ্যাপক ফরিদ হোসেন এ মামলা করেন। আদালত ২১ জানুয়ারি মামলার গ্রহণযোগ্যতা শুনানির জন্য ধার্য করেছেন।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কামরুন নাহার আহমেদ এবং সাবেক উপাধ্যক্ষ জানে আলম শিকদার। এতে অভিযোগ করা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে কলেজের সংরক্ষিত তহবিল এবং শিক্ষকদের প্রাপ্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে তাঁদের টাকা উত্তোলন করে নেন। বিষয়টি তদন্তের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়। ওই কমিটি ২২ সেপ্টেম্বর ১৩ কোটি ১৫ লাখ তিন হাজার টাকা আত্মসাৎ করার বিষয়ে প্রতিবেদন দেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, এই টাকা বিধিবহির্ভূতভাবে কলেজের বিভিন্ন মেরামত, নির্মাণ ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে উপহারের নামে তুলে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

মামলার বাদী আদালতকে জানান, কোতোয়ালি থানা এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের ঢাকা জেলা কার্যালয়ে অভিযোগ দাখিলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তিনি আদালতে নালিশি দরখাস্ত দাখিল করেছেন।

এদিকে বোরহানুদ্দীন কলেজে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। কলেজে একজন নিয়মিত অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য সম্প্রতি আবেদন গ্রহণ করা হলেও, সাবেক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ এর বিরুদ্ধে রিট আবেদন করেছেন। আদালত অধ্যক্ষ নিয়োগের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি আশরাফুল হুদার বিরুদ্ধে সদ্য শেষ হওয়া নির্বাচনে বিএনপির পক্ষে প্রশাসনকে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ চাকরিচ্যুত হওয়ার পর ছয় বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন কামরুন নাহার। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এখন ওই কলেজ ঘিরে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কামরুন নাহার বলেছেন, মামলার অভিযোগ যিনি করেছেন তিনি পাঁচ বছর আগে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে চাকরিচ্যুত হন। এ ছাড়া কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি দায়িত্ব নেওয়ার পর মোট চার কোটি টাকার বিলে সই করলেও ১৩ কোটি টাকার অভিযোগ তোলা হাস্যকর। তিনি আরও বলেন, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর যে ত্রুটিপূর্ণ তদন্ত করেছে, তার জবাব দেওয়ার আগেই এ ধরনের মামলা উদ্দেশ্যমূলক।